গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
চলচ্চিত্র অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moi.gov.bd

স্মারক নং-১৫.০০.০০০০.০২৭.২২.০০১.১২. ৬২৬

তারিখঃ ১৬ কার্তিক ১৪২৪ / ৩১ অক্টোবর ২০১৭

বিষয় : 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০১৭(প্রস্তাবিত)' খসড়া এর উপর সর্বসাধারণের মতামত।

"বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০১৭ -এর খসড়া বিষয়ের ওপর সর্বসাধারণের মতামত" তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো। প্রস্তাবিত খসড়ার উপর মতামত **আগামী ১২ নভেম্বর ২০১৭খ্রি.** তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর বরাবরে লিখিত/ই-মেইলের মাধ্যমে (নিকস ফন্টে) প্রেরণের জন্য সর্বসাধারণকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ই-মেইল এর ঠিকানা: sas.film@moi.gov.bd

সংযুক্তি: "বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০১৭ এর খসড়া(প্রস্তাবিত)"

৩১.১০.২০১৭

(শাহীন আরা বেগম, পিএএ)
উপসচিব
ফোন- ৯৫৪০৪৬৩
E-mail : sas.film@moi.gov.bd

সিস্টেম এনালিস্ট
তথ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(এই সার্টিফিকেশন আইনটি ওয়েবসাইটে আগামী ১২ নভেম্বর ২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০১৭

যেহেতু জাতীয় স্বার্থ ও চলচ্চিত্র শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ নিশ্চিত করিয়া চলচ্চিত্র শিল্পের (মোশন পিকচার/ফিল্মের) বিকাশ এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শনের সঙ্গে দর্শকদের বয়সের ভিত্তিতে চলচ্চিত্রের মূল্যায়ন সূচক (Rating), পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ, রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র, জনগণের মৌলিক মানবাধিকার, আইন শৃঙ্খলা ও অন্যান্য নানা বিষয়ের সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এবং চলচ্চিত্রের সার্টিফিকেশন ও সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের প্রদর্শন সমীচীন বিবেচিত হইয়াছে এবং যেহেতু বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা, সহযোগিতা ও ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে সংবিধানের পরিচ্ছদ (আর্টিকেল) ১৩১ এর ক্লজ (২) এর অনুচ্ছেদ (বি) ও (সি) সূত্রে বিষয়টিতে কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়ন প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে সেই হেতু,
এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।— আওতা এবং কার্যকারিতা

(১) এই আইন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।— বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে -

(ক) "আপিল কমিটি" (Appeal Committee) বলিতে এই আইনের ৩(৩) ধারায় গঠিত আপিল কমিটিকে বুঝাইবে।

(খ) "আপিল কর্তৃপক্ষ" (Appellate Authority) বলিতে আপিল কমিটির সভাপতিকে বুঝাইবে।

(গ) "আবেদনকারী" (Applicant) বলিতে চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন অথবা আপিলের জন্য আবেদনকারী ব্যক্তি, সংগঠন, সমিতি, প্রযোজক বা প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে।

(ঘ) "কর্তৃপক্ষ" (Authority) বলিতে সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ তথা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে বুঝাইবে।

(ঙ) "চলচ্চিত্র" (film) বলিতে যে-কোনো ফরম্যাটে নির্মিত চলচ্চিত্র, তথ্যচিত্র, বিজ্ঞাপনচিত্র বা মোশন পিকচারকে বুঝাইবে।

(চ) "চেয়ারম্যান" (Chairman) বলিতে বোর্ডের চেয়ারম্যানকে বুঝাইবে।

(ছ) "জেলা প্রশাসক" (Deputy Commissioner) বলিতে জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি কমিশনারকে বুঝাইবে।

(জ) "দাপ্তরিক কর্তৃপক্ষ" (Office Authority) বলিতে বোর্ড কার্যালয়ের ভাইস চেয়ারম্যানকে বুঝাইবে।

(ঝ) "নির্ধারিত" (Prescribed) বলিতে এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত বুঝাইবে।

(ঞ) "প্রচার সামগ্রী" (publicity materials) বলিতে এই আইনের ৭(১) ধারায় বর্ণিত প্রচার সামগ্রীকে বুঝাইবে।

(ট) "বোর্ড" (Board) বলিতে এই আইনের ৩(১) ধারায় গঠিত বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডকে বুঝাইবে।

(ঠ) "বোর্ড কার্যালয়" (Board Office) বলিতে এই আইনের ৩(২) ধারায় গঠিত বোর্ড কার্যালয়কে বুঝাইবে।

(ড) "বোর্ডের সদস্য-সচিব" (Member-Secretary of the Board) বলিতে বোর্ড কার্যালয়ের ভাইস চেয়ারম্যানকে বুঝাইবে।

(ঢ) "ভাইস চেয়ারম্যান" (Vice Chairman) বলিতে এই আইনের ৩(২) ধারায় গঠিত বোর্ড কার্যালয়ের ভাইস চেয়ারম্যানকে বুঝাইবে।

(ণ) "সচিব" (Secretary) বলিতে এই আইনের ৩(২) ধারায় গঠিত বোর্ড কার্যালয়ের সচিবকে বুঝাইবে।

(ত) "সদস্য" (Member) বলিতে বোর্ডের সদস্যকে বুঝাইবে।

(থ) "সরকার" (Government) বলিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়কে বুঝাইবে।

(দ) "সার্টিফিকেট" (certificate) বলিতে এই আইনের ৪ ধারার (৩) ও (৪) উপ-ধারার আওতায় জারীকৃত সার্টিফিকেটকে বুঝাইবে।

(ধ) "সার্টিফিকেটবিহীন চলচ্চিত্র" (uncertified film) বলিতে যে চলচ্চিত্রের জন্য আদৌ কোনো সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় নাই এমন চলচ্চিত্রকে বুঝাইবে এবং এই আইনের ৬ ধারা অনুযায়ী সরকার কর্তৃক গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে সার্টিফিকেটবিহীন বলিয়া ঘোষিত চলচ্চিত্রও এর অন্তর্ভুক্ত হইবে।

চলমান পাতা-২

(ন) "সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র" (certified film) বলিতে এই আইনের ৪ ধারার (৩) ও (৪) উপ-ধারার আওতায় অথবা এই আইন কার্যকর হওয়ার পূর্বে যে-কোনো সময় যে সকল চলচ্চিত্রকে সনদপত্র/সার্টিফিকেট দেওয়া হইয়াছে ঐ সকল চলচ্চিত্রকে বুঝাইবে।

(প) "সিনেমাটোগ্রাফ" (Cinematograph) বলিতে চলচ্চিত্র উৎপাদন, **প্রক্ষেপণ** ও প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত ভিডিও-ক্যাসেট রেকর্ডারসহ একটি যৌগিক যন্ত্র (composite equipment)-কে বুঝাইবে।

৩। বোর্ড, বোর্ড কার্যালয় ও আপিল কমিটি গঠন।—

(১) বোর্ড: বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে চলচ্চিত্রের পরীক্ষণ ও সনদপত্র প্রদানের জন্য সরকার অফিসিয়াল গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে একটি বোর্ড গঠন করিবে, যাহা বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড নামে অভিহিত হইবে, যাহা একজন চেয়ারম্যান এবং চৌদ্দ জনের অধিক নয় এমন সংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত হইবে, যাহাতে সার্টিফিকেশন বোর্ড কার্যালয়ের ভাইস চেয়ারম্যান বোর্ডের সদস্য-সচিব থাকিবেন এবং যাহারা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। তথ্য মন্ত্রণালয় এই **সংক্রান্ত** গেজেট নোটিফিকেশন জারি করিবে।

(২) বোর্ড কার্যালয়: সরকার একজন ভাইস চেয়ারম্যান, একজন সচিব, প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা, চলচ্চিত্র পরিদর্শক এবং অন্যান্য সহযোগী পদের সমন্বয়ে বোর্ড কার্যালয় গঠন করিবে। বোর্ড কার্যালয় বোর্ডের কার্যক্রমে সাচিবিক সহযোগিতা প্রদান করিবে এবং চলচ্চিত্রের সার্টিফিকেশন বিষয়ে বোর্ড ও সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করিবে। বোর্ড কার্যালয় তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি সরকারি সংস্থা হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবে।

(৩) আপিল কমিটি: বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রের প্রযোজক বা সংক্ষুব্ধ যে-কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, সমিতির আপিল আবেদন বিবেচনার জন্য সরকার মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর সভাপতিত্বে সাত সদস্যবিশিষ্ট একটি আপিল কমিটি গঠন করিবে, যা**হা** চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আপিল কমিটি নামে অভিহিত হইবে। তথ্য সচিব (যিনি পদাধিকার বলে বোর্ডের চেয়ারম্যান) আপিল কমিটির সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন। ভাইস চেয়ারম্যান আপিল কমিটির সদস্য-সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

৪। চলচ্চিত্রের সার্টিফিকেশন।—

(১) কোনো চলচ্চিত্রের অনুকূলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শনের সার্টিফিকেটের জন্য চলচ্চিত্রটির প্রযোজক অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও চলচ্চিত্রের কপিসহ নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র বোর্ড কার্যালয়ের সচিবের নিকট পেশ করিবেন।

(২) বোর্ড নির্ধারিত আইন, বিধি, প্রবিধান এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা, পদ্ধতি ও নীতিমালা অনুসরণপূর্বক চলচ্চিত্র পরীক্ষা করিবে এবং চলচ্চিত্রটি জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে মূল্যায়ন প্রতীকসহ সার্টিফিকেট জারির লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট স্বাধীনভাবে মতামত প্রদান করিবে।

(৩) যদি বোর্ড পরীক্ষা করিবার পর কোনো চলচ্চিত্র বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শনের উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করে তবে ইহা একইসঙ্গে চলচ্চিত্রটির জন্য উপ-ধারা (৭)-এ বর্ণিত নির্দিষ্ট শ্রেণি নির্ধারণ করিয়া সংশ্লিষ্ট মূল্যায়ন প্রতীক ব্যবহারের জন্য মতামত প্রদান করিবে। অতঃপর কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীকে চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শনের জন্য মূল্যায়ন প্রতীকসহ সার্টিফিকেট মঞ্জুর করিবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ চলচ্চিত্রটির সার্টিফিকেট বলবৎ থাকিবার মেয়াদ নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবে।

(৫) এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে উপ-ধারা (২) এর আওতায় জারীকৃত একটি সার্টিফিকেট সমগ্র বাংলাদেশের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হইবে। তবে কোনো জেলা প্রশাসক কারণ উল্লেখপূর্বক এই আইনের ৬ ধারার উপ-ধারা (২) মোতাবেক তাহার জেলার মধ্যে চলচ্চিত্রটির প্রদর্শন স্থগিত করিতে পারিবেন।

চলমান পাতা-৩

(৬) যেখানে উপ-ধারা (৩) মোতাবেক কোনো মেয়াদ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ এতদুদ্দেশ্যে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এইরূপ মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে বা এইভাবে বর্ধিত মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে অথবা এইরূপ নির্দিষ্টীকৃত বা বর্ধিত মেয়াদ উঠাইয়া দিতে পারিবে।

(৭) চলচ্চিত্রের সার্টিফিকেশনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শ্রেণিবিন্যাস ও মূল্যায়ন পদ্ধতি (Rating System) অনুসৃত হইবে:

মূল্যায়ন প্রতীক (Rating Symbol)	অর্থ (Meaning)
সা (G)	'সা'- সাধারণ দর্শক (G-General Audience) সব বয়েসী দর্শকের জন্য উন্মুক্ত। এই ধরনের চলচ্চিত্রে এমন কোনো উপাদান থাকিবে না যাহা দেখিলে পিতামাতা বিব্রত বা অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। ইহাতে হালকা সংঘর্ষ বা স্থূল রসিকতা থাকিতে পারে কিন্তু কোনো নগ্নতা, যৌনতা, মাদক কিংবা অশালীন ভাষার ব্যবহার থাকিবে না। বৈষম্যমূলক আচরণ, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও আবেগের ব্যবহার থাকিলে তাহা থাকিবে ন্যূনতম মাত্রায়। অপ্রাপ্তবয়স্কদের ধূমপান বা অ্যালকোহল গ্রহণের মতো কোনো দৃশ্য থাকিবে না। সংঘর্ষ (violence) ও ভীতি উদ্রেককারী (horror) দৃশ্য থাকিলে তাহা হইতে হইবে কৌতুকপ্রদ এবং স্বল্প পরিসরের।
৭ -	সাত বৎসরের নিম্নবয়সী শিশুরা কেবল পিতা-মাতা বা অভিভাবককে সঙ্গে লইয়া দেখিতে পারিবে। এই ধরনের চলচ্চিত্রে ভয়াল (Horror) দৃশ্য থাকিতে পারে, যাহা এই বয়সী ছোটো শিশুরা পিতা-মাতার সাহচর্য ব্যতীত দেখিলে তাহাদের জন্য ক্ষতির কারণ হইতে পারে। এই ধরনের চলচ্চিত্রের কিছু কিছু বিষয় শিশুদের উপযোগী নাও হইতে পারে। যেই হেতু এই চলচ্চিত্রগুলোতে এমন কিছু বিষয় থাকতে পারে যাহা পিতামাতা তাহাদের প্রাক-কৈশোর (Pre-teenager) শিশুদের প্রদর্শনের অনুপযুক্ত মনে করিতে পারেন, সেই হেতু প্রত্যাশিত যে এই ধরনের চলচ্চিত্র দেখিবার সময় সংশ্লিষ্ট পিতামাতা শিশুদের প্রতি অভিভাবকসুলভ নির্দেশনা প্রদান করিবেন।
১২ -	১২ বৎসরের নিম্নবয়সী শিশুরা কেবল পিতা-মাতা বা অভিভাবককে সঙ্গে লইয়া দেখিতে পারিবে।
১২$^{+}$	১২ বৎসরের ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের মধ্যে প্রদর্শনযোগ্য।
১৮$^{+}$	১৮ বৎসরের ও তদূর্ধ্ব বয়সী অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে প্রদর্শনযোগ্য।

(৮) যদি এই আইনের আওতায় কোনো চলচ্চিত্র পরীক্ষণের পর বোর্ড মনে করে যে এই আইনের অধীনে প্রণীত কোনো বিধি মোতাবেক চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শন উপযোগী নহে, তবে কর্তৃপক্ষ চলচ্চিত্রটির জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শনের সার্টিফিকেট মঞ্জুরের বিষয় প্রত্যাখ্যান করিবে এবং কর্তৃপক্ষের এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের **১৫** (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে দাপ্তরিক কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীকে তাহা জানাইয়া দিবে।

(৯) যদি এই আইনের আওতায় কোনো চলচ্চিত্র পরীক্ষণের পর বোর্ড মনে করে যে এই আইনের অধীনে প্রণীত কোনো বিধি মোতাবেক চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শনের জন্য উপযোগী নহে, কিন্তু উপযোগী হইতে পারে যদি তাহা কোনো পেশার সদস্যবৃন্দ বা কোনো ব্যক্তি শ্রেণির জন্য সীমিত করা হয়; তবে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে দাপ্তরিক কর্তৃপক্ষ **১৫** (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে বোর্ডের এইরূপ মতামত আবেদনকারীকে জানাইয়া দিবে। আবেদনকারী এইরূপ সীমিত প্রদর্শনের শর্তে সার্টিফিকেট গ্রহণে লিখিত সম্মতি জানাইলে দাপ্তরিক কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর অনুকূলে মূল্যায়ন সূচকসহ সার্টিফিকেট জারি করিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(১০) যদি এই আইনের আওতায় কোনো চলচ্চিত্র পরীক্ষণের পর বোর্ড মনে করে যে এই আইনের অধীনে প্রণীত কোনো বিধি মোতাবেক চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শনের জন্য উপযোগী নহে, কিন্তু উপযোগী হইতে পারে যদি ইহার একটি সুনির্দিষ্ট অংশ/অংশসমূহ কর্তন করিয়া ফেলা হয়; তবে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে দাপ্তরিক কর্তৃপক্ষ পনেরো কার্যদিবসের মধ্যে বোর্ডের এইরূপ সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে জানাইয়া দিবে। আবেদনকারী বোর্ড কর্তৃক চিহ্নিত এইরূপ অংশ/অংশসমূহ কর্তনে সম্মত হইয়া কর্তন সম্পাদন করিয়া সংশোধিত চলচ্চিত্র জমা প্রদান করিলে তাহা বোর্ড কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পরীক্ষা করা হইবে।

চলমান পাতা-৪